ডাঃ এস. এম. গুনাভানতে

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও মেটেরিয়া মেডিকা

Homoeopathic Practitionars Guide & Characteristic Materia Medica

অনুবাদক - ডাঃ মোঃ মহসীনুজ্জামান

স্ত্রী রোগসমূহ
> ঋতুস্রাবের গোলযোগ
> গর্ভাবস্থায় বমি
> ডেলিভারি সহজ করার ঔষধ
> গর্ভপাত

শিশু রোগসমূহ
> শিশুর খিঁচুনি
> শিশুদের খাওয়ানোর সমস
> শিশুর হাঁপানি
> শয্যামূত্র
> সদ্য প্রসূত শিশু

এতে রয়েছে
> হোমিওপ্যাথি আরোগ্যনীতি
> মৌলিক নীতিসমূহ
> লক্ষণ অধ্যয়ন
> কীভাবে ঔষধ নির্বাচন করতে হয়
> ঔষধের শক্তি ও মাত্রার পুনঃপ্রয়োগ
> রোগীর পরিচর্যা/ব্যবস্থাপনা
> হোমিওপ্যাথিক কি?
> একক ঔষধ
> সার্বদৈহিক লক্ষণ
> হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ
> হোমিওপ্যাথিক মহারথীরা যা বলেছেন

রোগ চিকিৎসা বিদ্যা
> পেট ব্যথা > পিঠ ব্যথা > হিমায়িত কাঁধ
> কান ব্যথা
> ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও খাদ্যের পছন্দ/অপছন্দ
> হাঁপানি/শ্বাস কষ্ট
> কোষ্ঠকাঠিন্য > উদরাময়
> শয্যাক্ষত
> আগুনে পোড়া
> খাদ্যে বিষক্রিয়া
> কিডনি পাথর
> মানসিক রোগ
> বাত রোগ
> নিদ্রাহীনতা
> মূত্র সম্পর্কীয় রোগসমূহ
> আই.বি.এস
> জন্ডিস > লিভার সিরোসিস
> সিফিলিস > গনোরিয়া

বিষয় সূচি

ভূমিকা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	
> হোমিওপ্যাথি কী	১৩
> হোমিওপ্যাথির আরোগ্যনীতি	১৬
> মৌলিক নীতিসমূহ	১৮
> লক্ষণ অধ্যয়ন	২১
> কীভাবে ঔষধ নির্বাচন করতে হয়	২৬
> ঔষধের শক্তি ও মাত্রার পুনঃপ্রয়োগ	২৭
> রোগীর পরিচর্যা/ব্যবস্থাপনা	২৯
> হোমিওপ্যাথিক মহারথীরা যা বলেছেন	৩১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- রোগ চিকিৎসা বিদ্যা	৩৪
> এই বইয়ের সাহায্যে কীভাবে ঔষধ নির্বাচন করবেন	৩৪
> পেট ব্যথা (অন্ত্রশূল)	৩৫
> সাদা বর্ণের মুখক্ষত	৩৬
> ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও খাদ্যের পছন্দ/অপছন্দ	৩৭
> হাঁপানি/ কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস	৪০
> পিঠ ব্যথা/ পৃষ্ঠ বেদনা	৪৫
> বাহুর প্রধান পেশীর (deltoid)ব্যথা- হিমায়িত কাঁধ (Frozen shoulder)	৪৫
> ঠাণ্ডা, সর্দি ও হাঁচি	৪৫
> কোষ্ঠকাঠিন্য	৪৭
> কাশি ও শ্লেষ্মা-রেচন (গয়ের তোলা)	৪৯
> উদরাময়	৫১
> কর্ণশূল/ কান ব্যথা	৫৩
> জরুরি অবস্থাসমূহ	৫৫

ক) শয্যাক্ষত	৫৫	খ) দংশন ও হুল ফোটানো	৫৫
গ) আগুনে পোড়া	৫৬	ঘ) অস্থি ভঙ্গ	৫৬
ঙ) খাদ্যে বিষক্রিয়া	৫৭	চ) আঘাত	৫৭
ছ) ধনুষ্টংকার	৫৮	জ) কিডনি পাথর	৫৯
ঝ) মূত্ররোধ	৫৯		

> চক্ষুরোগসমূহ	৬০

> স্ত্রী রোগসমূহ ৬১

ক) ঋতুস্রাবের গোলযোগ	৬১	খ) আসন্ন গর্ভপাত	৬৩
গ) স্তনের প্রদাহ	৬৪	ঘ) বাধক ব্যথা/ ঋতুশূল	৬৪
ঙ) গর্ভাবস্থায় বমি	৬৫	চ) ডেলিভারি সহজ করার ঔষধ	৬৬
ছ) সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব	৬৭		

> জ্বর ৬৯

> মাথাব্যথা ৭৩

> মানসিক অবস্থা (আবেগজনিত বিশৃঙ্খলা) ৭৫

ক) ক্রোধ	৭৫	ঙ) ভয়	৭৮
খ) উদ্বিগ্নতা	৭৬	চ) ঔদ্ধত্য,দর্প	৭৯
গ) বিমর্ষতা, বিষাদগ্রস্ততা, মনোব্যধিগ্রস্ত	৭৭	ছ) জেদি, একগুঁয়েমি	৮০
ঘ) উদাসীনতা	৭৭		

> বাত রোগ ৮১

> কটিবাত ৮৪

> চর্ম ৮৬

> নিদ্রাহীনতা ৯১

> টনসিল ৯৩

> মূত্র সম্পর্কীয় রোগসমূহ ৯৫

> ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রম **I.B.S.** ৯৬

> লিভার রোগ- জন্ডিস ৯৯

> লিভার সিরোসিস ১০১

> যৌনরোগ- ১, সিফিলিস ১০৩

> যৌনরোগ- ২, গনোরিয়া ১০৫

> যৌনরোগ- ৩, জননাঙ্গের বিসর্প বা জেনিটাল হার্পিস ১০৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ- শিশু ১০৯

১. মানসিক স্বভাব	১০৯	২. সদ্য প্রসূত শিশু	১১৭
৩. কোষ্ঠকাঠিন্য (শিশুদের)	১১৮	৪. উদরাময় (শিশুদের)	১১৮
৫. দন্তোদ্গমনকালীন অসুখ	১১৮	৬. শিশুর খিঁচুনি	১১৯
৭. শিশুদের খাওয়ানোর সমস্যা	১২০	৮. শিশুর বৃদ্ধি না হওয়া	১২০
৯. শিশুর হাঁপানি	১২২	১০. কথা বলা ও হাঁটা শিখতে বিলম্ব	১২২
১১. শিশুর কৃমি	১২২	১২. শয্যামূত্র	১২৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মেটেরিয়া মেডিকা (ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণসমূহ)

[Characteristic Materia Medica]

১.অ্যাকোনাইট	১২৪	২. ইথুজা সিনাপিয়াম	১২৫
৩. এলুমিনা	১২৬	৪. এন্থ্রাসিনাম	১২৭
৫. এন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম	১২৭	৬. এপিস মেলিফিকা	১২৮
৭. আর্জেন্টাম মেটালিকাম	১২৯	৮. আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	১২৯
৯. আর্নিকা মন্টেনা	১৩০	১০. আর্সেনিকাম অ্যাল্বাম	১৩১
১১. ব্যারাইটা কার্ব	১৩২	১২. বেলাডোনা	১৩৪
১৩. বার্বারিস ভালগারিস	১৩৫	১৪. বোরাক্স	১৩৫
১৫. ব্রায়োনিয়া	১৩৬	১৬. ক্যালকেরিয়া কার্ব	১৩৮
১৭. ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা	১৪০	১৮. ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা	১৪১
১৯. ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা	১৪৩	২০. ক্যালেন্ডুলা অফিসিনালিস	১৪৪
২১. ক্যান্থারিস	১৪৫	২২. কার্বো ভেজিটেবিলিস	১৪৬
২৩. কলোফাইলাম	১৪৭	২৪. কস্টিকাম	১৪৮
২৫. ক্যামোমিলা	১৫১	২৬. চায়না অফিসিনালিস	১৫২
২৭. সিনা	১৫৪	২৮. ককিউলাস ইন্ডিকাস	১৫৫
২৯.কোনিয়াম	১৫৬	৩০. ক্রোটেলাস হরিডাস	১৫৮
৩১. ড্রসেরা	১৫৯	৩২. ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়াটাম	১৬০
৩৩. জেলসিমিয়াম	১৬১	৩৪. গ্রাফাইটিস	১৬২
৩৫. হিপার সালফিউরিস ক্যালকেরিয়াম	১৬৪	৩৬. হাইপেরিকাম	১৬৫
৩৭. ইগ্নেশিয়া	১৬৬	৩৮. ইপিকাকুয়ানহা	১৬৭
৩৯. কেলি বাইক্রমিকাম	১৬৮	৪০. কেলি কার্বনিকাম	১৬৯
৪১. ক্রিয়াজোটাম	১৭০	৪২. ল্যাক কেনিনাম	১৭১
৪৩. ল্যাকেসিস	১৭২	৪৪. লিডাম পলস্টার	১৭৩
৪৫. লাইকোপোডিয়াম	১৭৪	৪৬. ম্যাগ্নেশিয়া কার্ব	১৭৫
৪৭. ম্যাগ্নেশিয়া ফস	১৭৬	৪৮.মেডোরিনাম	১৭৭
৪৯. মার্কুরিয়াস সল	১৭৮	৫০. নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম	১৭৯
৫১. নেট্রাম সালফিউরিকাম	১৮১	৫২. নাইট্রিকাস এসিডাম	১৮২
৫৩. নাক্স ভমিকা	১৮৩	৫৪. ওপিয়াস	১৮৪

৫৫. পেট্রোলিয়াম	১৮৫	৫৬. ফসফরাস	১৮৫
৫৭. ফসফরিক এসিড	১৮৬	৫৮. পডোফাইলাম	১৮৬
৫৯. ফাইটোলাক্কা	১৮৭	৬০. সোরিনাম	১৮৭
৬১. পালসেটিলা	১৮৮	৬২. পাইরোজেন	১৮৯
৬৩. রাস টক্স	১৯০	৬৪. রুটা	১৯১
৬৫. স্যাবাইনা	১৯১	৬৬. স্যাম্বুকাস	১৯২
৬৭. সাঙ্গুনেরিয়া	১৯৩	৬৮. সিপিয়া	১৯৪
৬৯. সাইলিসিয়া	১৯৬	৭০. স্পাইজেলিয়া	১৯৭
৭১. স্ট্যানাম	১৯৮	৭২. স্ট্যাফিসেগ্রিয়া	১৯৮
৭৩. স্ট্রামোনিয়াম	১৯৯	৭৪. সালফার	২০০
৭৫. সিমফাইটাম	২০১	৭৬. সিফিলিনাম	২০১
৭৭. ট্যারেন্টুলা কিউরেন্‌সিস্	২০১	৭৮. ট্যারেন্টুলা হিস্পানিকা	২০২
৭৯. টিউক্রিয়াম মেরাম ভিরাম	২০২	৮০. টিউবারকুলিনাম	২০৩
৮১. ভাইপেরা	২০৪		

পেট ব্যথা (অন্ত্রশূল)
(Abdominal pain) (Colic)

১. আর্সেনিকাম অ্যাল্বাম (Arsenic alb):- ঠাণ্ডা লাগা থেকে বৃদ্ধি। আইসক্রিম খাওয়ার পর ব্যথা। গরমে উপশম।

২. বেলেডোনা (Belladonna):- ব্যথা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। কাশির সময় বৃদ্ধি। সামান্য ঝাঁকুনিতে বৃদ্ধি।

৩. ক্যামোমিলা (Chamomilla):- রাগান্বিত হবার পর ব্যথা; ঠাণ্ডা লাগা থেকে, মাসিকের সময় বৃদ্ধি। গরমে উপশম।

৪. কলোসিন্থিস্ (Colocynthis):- রাগান্বিত হবার পর, বিরক্ত করার কারণে ব্যথা। পায়খানা করার পূর্বে বৃদ্ধি এবং পায়খানা করার পর উপশম। ফল (কাঁঠাল) খেলে বৃদ্ধি। সামনের দিকে দ্বিভাঁজ (bending double) হলে বা জোরে চাপে উপশম।

৫. নাক্সভম (Nux-vom):- ঠাণ্ডা হওয়ার পর ব্যথা। কাশির সময় বৃদ্ধি। এমন ব্যথা যেন হার্নিয়া দেখা দেবে। অর্শের স্রাব চাপা পড়া থেকে অন্ত্রশূল (Colic)। পায়খানা হওয়ার পর ভালো বোধ।

৬. পালসেটিলা (Pulsatilla):- ব্যথা সন্ধ্যায় বৃদ্ধি; অত্যধিক মসলাযুক্ত খাদ্য (rich food) ও চর্বি খাওয়া থেকে পেট ব্যথা। মাসিকের পূর্বে ও পরে বৃদ্ধি। পেট ফাঁপার সাথে সন্ধ্যায় শোয়ার পর পরিবর্তনশীল ব্যথা। ব্যথায় অবশ্যই দ্বিভাঁজ হতে হয়।

৭. লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium):- মাসিকের পূর্বে ব্যথা। বিকাল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত বৃদ্ধি।

৮. ম্যাগ্নেশিয়া ফস (Magnesia phos):- পেট ফাঁপাজনিত অন্ত্রশূল, রোগীকে দ্বিভাঁজ হতে বাধ্য করে। উত্তাপ, ঘর্ষণ এবং প্রবল চাপে উপশম।

৯. স্ট্যানাম (Stannum):- ব্যথা ধীরে ধীরে আসে ধীরে ধীরে যায়। নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যথা। প্রবল চাপে অথবা দ্বিভাঁজ হলে ব্যথার উপশম। **কলোসিন্থ এর পর লাগে।**

১০. স্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphysagria):- ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ বা অপমান থেকে শূলব্যথা।

সাদা বর্ণের মুখক্ষত
(Aphthae)

১. আর্সেনিক (Arsenic alb):- জিহ্বা শুষ্ক, লাল বর্ণের। মুখ থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হয়। গরম পানীয়তে উপশম।

২. বোরাক্স (Borax):- শিশুদের মুখক্ষত। জিহ্বা সংবেদনশীল (sensitive) এবং রক্তপাত হয়। জিহ্বা শুষ্ক, গরম, স্পর্শকাতর ও ক্ষতযুক্ত। চাবানোর সময় বা বুকের দুধ খাওয়ার সময় ব্যথা।

৩. মার্কুরিয়াস সল (Mercurius sol):- শিশুদের মুখক্ষত। ঘুমের সময় মুখ থেকে অত্যধিক লালা পড়ে। জিহ্বা লাল বর্ণের এবং মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে। ভিজা জিহ্বার সাথে অত্যধিক তৃষ্ণা । জিহ্বা স্থূল, থলথলে এবং দাঁতের ছাপযুক্ত।

৪. সালফার (Sulphur):- খাওয়ার চেয়ে পিপাসা বেশি। মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। সকাল ১১ টায় ক্ষুধা লাগে।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও খাদ্যের পছন্দ/অপছন্দ
(Appetite, Thirst, Desires/Aversions)

১. আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম (Argentum nit):- চিনি খাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কিন্তু চিনি সহ্য হয় না। পনির (cheese) খেতে চায়। ক্ষুধা লাগে না। খেলে বমি বমি ভাব কমে কিন্তু পাকস্থলির ব্যথা বাড়ায়।

২. আর্সেনিক (Arsenic alb):- খাবারের চিন্তা, দৃশ্য বা গন্ধ সহ্য করতে পারে না। অনির্বাপনীয়, জ্বালাকর তৃষ্ণা। একটু পর পর সামান্য পরিমাণ পানি পান করে। বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা পানির পিপাসা, কিন্তু এতে পাকস্থলির গোলযোগ সৃষ্টি করে এবং তৎক্ষণাৎ বমি হয়ে যায়। খাদ্যের বিষক্রিয়ার ফলে বমি ও উদরাময়।

৩. বেলেডোনা (Belladonna):- লেবুর শরবত ও লেবু খাওয়ার ইচ্ছা এবং এতে রোগী ভালো বোধ করে।

৪. ব্রায়োনিয়া (Bryonia):- প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা পানির পিপাসা (গরম পানীয়ও) এতে উপশম হয়। দুধের প্রতি অনিচ্ছা, কিন্তু খাবার পর স্বাদ ফিরে পায়।

৫. ক্যালকেরিয়া কার্ব (Calcarea carb):- দুষ্পাচ্য (indigestible) বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা, যেমন- চক, কয়লা, পেন্সিল ইত্যাদি। ডিমের প্রতি অত্যধিক স্পৃহা। এছাড়া আইসক্রিম, লবণ ও মিষ্টি পছন্দ করে। মাংস খেতে অপছন্দ। দুধ সহ্য হয় না।

৬. চায়না (China):- ক্ষুধার্ত, তবুও রুচি নাই। শিশুর শীর্ণতা রোগে অত্যধিক ক্ষুধা। দুধ খাওয়ার পর তিক্ত বা টক ঢেকুর। অল্প খেলেই পেট ভরে যায়। সমস্ত খাদ্যের প্রতি বিরাগ। শব্দ করে উদগার উঠে কিন্তু এতে উপশম পায় না।

৭. সিনা (Cina):- ক্ষুধা, পেটুকতা, খাবার পর আবার ক্ষুধা লাগে, বমির পর ক্ষুধা। অত্যধিক ক্ষুধা ও ক্ষুধামন্দা পর্যায়ক্রমে দেখা যায়। মিষ্টি ও রুটির প্রতি প্রবল ইচ্ছা। পরিষ্কার জিহ্বার সাথে বমি। খাওয়ার পর বমি ও উদরাময়। মায়ের দুধের প্রতি অনিচ্ছা।

৮. ফেরাম মেট (Ferrum met):- ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া আবার ক্ষুধাহীনতা পর্যায়ক্রমে আসে। মাংস, ডিম ও টক ফলের প্রতি অনিচ্ছা। মুখভর্তি বমি করে। বমির ভাব ছাড়া সহজেই বমি করে।

৯. ইপিকাক (Ipecac):- মুখরোচক খাদ্য (dainties) ও মিষ্টি খেতে চায়। ভয়ানক বিবমিষা, বমি করার পরও কমে না। রক্ত, পিত্ত বামি করে, যা খায় বমি করে। খাবারের প্রতি অনীহা। পিপাসাহীন। দুগ্ধপোষ্য শিশুর বমি। জিহ্বা পরিষ্কার।

১০. ইগ্নেশিয়া (Ignatia):- ক্ষুধার সাথে বমি বমি ভাব। কাঁচা ও দুষ্পাচ্য বস্তু খেতে চায়। পেটের মধ্যে শূন্যতাবোধ, খেলেও উপশম হয় না।

১১. লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium):- ক্ষুধা কিন্তু অল্প খেলেই ক্ষুধা মরে যায়। সামান্য পরিমাণ খাবার খেলেই পেট ভরে যায়। উদর স্ফীত ঘটায় এমন খাদ্য, বাঁধা কপি, ঝিনুকের প্রতি অনিচ্ছা। মিষ্টি ও মুখরোচক খাবারের প্রতি অভিলাষ। গরম পানীয় ও খাদ্য খেতে পছন্দ করে। **লাইকো পিঁয়াজ খাওয়ার কুফল দূর করে।**

১২. নেট্রাম-মিউর (Natrum mur):- লবণ, তিক্ত বস্তু, ঝিনুক, মাছ, দুধ ইত্যাদির প্রতি আকাঙ্ক্ষা। পিপাসার্ত, অধিক পরিমাণ পানি পান করে। অত্যধিক ক্ষুধা তথাপি শুকিয়ে যায়। বিষণ্ন মন।

১৩. নাক্স-ভমিকা (Nux-vomica):- মশলাযুক্ত কটু খাদ্য, বিয়ার, চর্বিযুক্ত খাদ্যের প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। অতিরিক্ত খাবার পর হিক্কা। টক ঢেকুর। বমি বমি ভাব, রোগী মনে করে সে বমি করতে পারলে অনেক আরাম পেতো। বমির পর এবং গরম খাবারে উপশম।

হাঁপানি/ কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস
(Asthma/Difficult Breathing)

১. এন্টিমোনিয়াম টার্ট.(Antimonium tart):- শ্বাসরুদ্ধকর দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস। গলায় প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা জমার ফলে শ্বাসকষ্ট। শ্লেষ্মার জন্য গলায় জোরে ঘর ঘর শব্দ হয়। এবং রোগী শ্লেষ্মা উঠাতে অসমর্থ হয় বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এ অবস্থা দেখা যায়। শ্বাস-ক্রিয়ার জন্য অথবা কাশির সময় অবশ্যই বসে থাকতে হয়। শুইলেই বৃদ্ধি। শিশুরা কাশতে কাশতে পিছনের দিকে বেঁকে যায়। **নবজাত শিশুরা শ্বাস-রোধ (asphyxia)**। জন্মের সময় শিশু শ্বাসবিহীন ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

২. এপিস মেল (Apis mel):- শ্বাসক্রিয়ার সময় হাঁপাতে থাকে। মনে করে প্রতিটি নিঃশ্বাস বুঝি তার শেষ নিঃশ্বাস। আমবাত (hives) থেকে হাঁপানি। সামান্য পরিমাণ গয়ার উঠলেই উপশম বোধ করে। আবহাওয়ার গরম সহ্য করতে পারে না।

৩. আর্সেনিক (Arsenic):- অত্যধিক শ্বাসকষ্ট; রাতে বৃদ্ধি, রাত ১টা থেকে ২টার মধ্যে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাস ও বরফ খেলে বৃদ্ধি। বসে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলে উপশম (শুয়ে থাকা অসম্ভব)। রোগী অস্থির, উদ্বিগ্ন সাথে মৃত্যু ভয় বিদ্যমান থাকে। গরম পানীয়তে উপশম।

৪. ক্যমোমিলা (Chamomilla):- অকস্মাৎ রাগ থেকে হাঁপানি। শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর, দম বন্ধ হবার মতো। মাথা পিছনের দিকে হেলালে এবং ঠাণ্ডা পানি পানে উপশম। কষ্ট ভোগে অধৈর্য হয়ে পড়ে। এক গালে রক্তসঞ্চয় ঘটে, লাল ও গরম হয় কিন্তু অপর গাল ফ্যাকাশে ও ঠাণ্ডা থাকে।

৫. ইপিকাক (Ipecac):- প্রচণ্ড মাত্রায় শ্বাসকষ্ট এবং সাথে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাঁ সাঁ শব্দ (wheezing)। খোলা জানালার পাশে বাতাসের জন্য আকুল হয়ে থাকা। দম বন্ধকর কাশি; বাচ্চারা শক্ত হয়ে যায়, কষ্টে লাল হয়, কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে ও বমি করে।

৬. কেলি কার্ব (Kali carb):- হাঁপানির মতো শ্বাস-প্রশ্বাস, সামান্য নড়াচড়াতেই বৃদ্ধি। রাত ২টা থেকে ৪টার মধ্যে বৃদ্ধি। শুয়ে থাকা অসম্ভব। বাতাসের ঝাপটায় বৃদ্ধি। সোজা হয়ে বসলে, সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলে বা দুললে (rocking) উপশম।

৭. ল্যাকেসিস (Lachesis):- ঘুমের মধ্যে বা ঘুমিয়ে পড়ার সময় বা ঘুম থেকে জাগার পর হাঁপানির আক্রমণ ঘটে। সামনের দিকে ঝুঁকে বসলে উপশম। ঘরের দরজা ও জানালা খোলা রাখতে চায়। খোলা বাতাসের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।

৮. নেট্রাম সালফ (Natrum sulph):- আর্দ্র আবহাওয়ায় শিশুদের শ্বাস-কষ্ট। ভিজা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় শ্বাসকষ্টের বৃদ্ধি। প্রচুর পরিমাণে সবুজ বর্ণের কফ বের হয়।

৯. লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium):- হাঁপানির সাথে অত্যধিক পেট ফাঁপা। কাপড় আলগা করে পরতে হয়। নাকের পাতা উঠানামা করে। বিকাল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত বৃদ্ধি। গরম পানীয়তে উপশম।

১০. নাক্স-ভমিকা (Nux vomica):- প্রতিবার পাকস্থলির গোলমালের সাথে হাঁপানি (হজমক্রিয়া ঠিকমতো হয় না, ধীরে ধীরে হয়)। খাবার বাছাই করে খেলেও হজম হয় না। সামান্যতম শব্দ এবং ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবাহ সহ্য করতে পারে না। অল্পতেই চটে যায়, খিটখিটে।

১১. মেডোরিনাম (Medorrhinum):- উপজিভ (epiglottis) এর আক্ষেপের কারণে দম বন্ধের মতো হয়। শুধু মুখমণ্ডলের উপর

শুয়ে জিহ্বা বের করলে অথবা নামাযের সিজদার মতো করে শুইলে উপশম হয়। সমুদ্রের পাড়ে ভালো থাকে।

১২. স্পঞ্জিয়া (Spongia):- সাঁ সাঁ শ্বাস-প্রশ্বাসের (wheezing) সাথে শ্বাস-কষ্ট। নিঃশ্বাসে বাঁশির মতো শব্দ হয়; কদাচিৎ ঘড় ঘড় করে। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে থাকতে বাধ্য হয়। কফ উঠাতে পারে না (বাধ্য হয়ে গিলে ফেলতে হয়)। যেন স্পঞ্জের মধ্যে দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে এমন মনে হয়। শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

১৩. ব্রোমিয়াম (Bromium):- নাবিকদের হাঁপানি। যখনি তারা তীরে পৌঁছায় তখন হাঁপানির আক্রমণ ঘটে। কণ্ঠনালীতে ঠাণ্ডা অনুভব করে।

১৪. সোরিনাম (Psorinum):- হাঁপানি বসে থাকলে বৃদ্ধি, শুয়ে থাকলে উপশম। শুয়ে সে যতই হাত-পা ছড়িয়ে রাখতে পারে ততই শ্বাস-ক্রিয়া সহজ হয়। শীতকাতর রোগী।